R. N. No. 2532/57 | Phone No. 66-228, STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD— 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে ষ্টীল
ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১৫ই জুলাই, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

বিচারকদের অনুপস্থিতিতে জঙ্গিপুর আদালতের সব দপ্তরেই অচলাবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা হতে সাগরদীঘি মোট ৫টি থানার মানুষ বিচারের আশায় ভিড় জমান জঙ্গিপুর আদালতে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী নিয়ে এখানে ৮ জন বিচারকের পদ আছে। সেখানে বর্তমানে ৬ জন বিচারকই নেই। সাবডিভিশন্যাল জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মাসের পর মাস অনুপস্থিত থাকেন। ৩৬৫ দিনে ১৬৫ দিন কাজ করেছেন কিনা সন্দেহ আছে। ফার্ষ্ট মুনসেফের পদ দীর্ঘ দেড় বছর, সেকেণ্ড জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দীর্ঘ দু' বছর ধরে ফাঁকা। বর্তমানে ফার্ষ্ট জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ছুটি নিয়ে চলে গেছেন। গত জানুয়ারী মাসে এখানে এ্যাডিশন্যাল সেসন জজ কোর্ট চালু হয়েছে। এ্যাডিশন্যাল সেসন জজও সপ্তাহে ২-৩ দিন ছুটিতে থাকেন। গত মাসে তিনজন জুডিসিয়াল (শেষ পৃষ্ঠায়)

বেশ কিছু মেয়ে নিয়ে উমরপুর ও রঘুনাথগঞ্জের মাঝে দেহ ব্যবসা চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ও উমরপুরের মাঝে এক শ্রেণীর মানুষ বর্তমানে বহিরাগত কিছু মেয়েদের নিয়ে দেহ ব্যবসায় মেতে উঠেছে। জিয়াগঞ্জ, লালগোলা, বহরমপুর ও অরঙ্গাবাদ থেকে এইসব মেয়েদের আনা হচ্ছে। বর্তমানে রাতে নিরাপদ নয় বলে দিনের বেলায় কিছু কিছু ডেরায় এই ব্যবস্থা চলছে। এক শ্রেণীর কুচক্রী মানুষ মেয়েদের সাথে ছেলেদের যোগাযোগ করে দিচ্ছে। এটাই ওদের কাজ। খবরে প্রকাশ গত ৯ জুলাই রাত ৮-৩০ নাগাদ মুন্নু মাহাতো নামে একটি মেয়ে বাড়ী জঙ্গিপুর বাবুবাজার বলে পরিচয় দেয়। মিডিয়া মাধ্যম মেয়েটিকে ছেলেদের হাতে তুলে দেয়। রাত ২ টোর (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রসঙ্গ ঃ মহকুমার বিড়ি শ্রমিকদের হাল হকিকৎ

[জঙ্গিপুর মহকুমার প্রতি পাঁচজনের তিনজন বেঁচে আছেন বিড়ি শিল্পের জন্য। অথচ এই শিল্পের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবন জীবিকার কোনো স্বীকৃতি নেই। নেই ন্যূনতম মজুরী পাবার নিরাপত্তা। জঙ্গিপুর সংবাদের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে কয়েকটি পর্বে প্রকাশিত হবে সেই হতাশা বঞ্চনা আর শোষণের কাহিনী। আজ তার প্রথম পর্ব।]

আড়াই গ্যাঁচে বিশ্বজয় তবুও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

মুনিয়ারা বেগম বিড়ি বাঁধেন। বাড়ী সুতী ২নং ব্লকের দেবীপুর গ্রামে। স্বামী সাদিক হোসেন যখন চাষের কাজ, সবজি বিক্রির কাজ করেন অরঙ্গাবাদ বাজারে মুনিয়ারা তখন তিন মেয়ে এবং এক ছেলের নানা বায়নাক্কা সামলে সংসারের কাজের ফাঁকে বিড়ি বাঁধেন। প্রতি হাজার বিড়ি বেঁধে মুনিয়ারার রোজগার ২৪ টাকা। মুনিয়ারা জানেন না বিড়ি কোম্পানী এবং শ্রমিক ইউনিয়নের চুক্তিতে তাঁর এই মজুরী ২৮ টাকা ২০ পয়সা। জানেন না রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত প্রতি হাজার বিড়ি বাঁধার মজুরী ৫২ টাকা। কেবল মুনিয়ারাই নয় তাঁর মতো গ্রামের এবং মহকুমার ছ'টি ব্লকের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মানুষ, (৩য় পৃষ্ঠায়)

জেলা অনুমোদিত সম্মেলন এটাই আগেরটা নয় —ওয়াহেদ রেজা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১২ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের ভাগীরথী পৌর লজে সি পি আই দলের জঙ্গীপুর লোকাল পরিষদের যে ষষ্ঠ সম্মেলন হয়ে গেল, সেটিকেই জেলা সম্পাদক ওয়াহেদ রেজা জেলা নেতৃত্বের জ্ঞাতসারে হওয়া সম্মেলন বলে উল্লেখ করলেন। নিজের বার্ষিক কার্যকালের মধ্যে যে সম্মেলন গত মার্চে বহিষ্কৃত নেতা হরি তেওয়ারী করেন তাকে রেজা সাহেব অবৈধ না বললেও, সেটা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে ছিল বলে তিনি মনে করেন। যদিও শ্রী তেওয়ারী জেলা বা জঙ্গীপুর লোকাল পরিষদের সদস্যদের ঐ সম্মেলন সম্পর্কে অবহিত করেননি। এ ধরনের কাজ ছাড়াও দলবিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্যই দল হরি তেওয়ারীকে বহিষ্কার করেছে বলে রেজা সাহেব জানান। (২য় পৃষ্ঠায়)

বহরমপুর কুমার হোষ্টেল থেকে ছাত্র নিখোঁজ

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২২ জুন থেকে বহরমপুর কে, এন কলেজের বি-এসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তমালকুমার সিংহ ওরফে পলাশ কুমার হোষ্টেল থেকে নিখোঁজ হয়। খবরে প্রকাশ, তমাল সিংহের বাড়ী ফরাক্কা থানায়। বাবা আনন্দমোহন সিংহ এনটিপিসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সেই সূত্রে টি টি এস-র কোয়ার্টারে বাস করেন। কলেজে গরমের ছুটি থাকলেও পড়াশুনার জন্য তমাল হোষ্টেলে থাকতেন। গত ২৩ জুন ফরাক্কা যাবেন বলে তাঁর বাবা-মাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ২৭ জুন পর্যন্ত ছেলে না আসায় আনন্দবাবু ২৮ জুন বহরমপুর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন তাঁর ছেলে তমাল কোথাও নেই (২য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, সাফ কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০৫ সাল।

।। দেশে-বিদেশে ।।

গত ১১ই ও ১৩ই মে রাজস্থানের পোখরানে ভারতের পরমাণু বিস্ফোরণের জন্য পৃথিবীর তাবৎ পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি ভারতের তীব্র সমালোচনায় সোচ্চার হয়। আমেরিকা প্রমুখ বেশ কিছু দেশ ভারতের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করিল। পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি ভারতের এই অগ্রগতিতে খুশি হইতে পারে নাই। সুতরাং ভারতকে আর্থিক অবরোধের মধ্য দিয়া বিপন্ন করিবার প্রয়াস চলিতে লাগিল।

কিন্তু অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকিতে ভারত দমিয়া যায় নাই। কোন্ কারণে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটান হইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহা সর্বত্র ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। বক্তব্যে কোন 'রাখ-ঢাক' ব্যাপার ছিল না। ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল, বলা হইয়াছে। বিস্ফোরণের প্রায় দুই মাসের মধ্যে অর্থনৈতিক বয়কট বিষয়ে কোন কোন দেশ কিছুটা নরম মনোভাবের আভাস দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীমহল মার্কিন প্রেসিডেন্টের এবংবিধ পন্থা অবলম্বনে নাকি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

সুতরাং পরিস্থিতিকে অন্যদিকে লইয়া যাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। বিষয়ঃ কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা। ইহার জন্য ভারত-পাক আলোচনায় মধ্যস্থতা করিতে আমেরিকা অথবা ব্রিটেন প্রস্তুত আছে, বলিয়াছে। ভারত পরিষ্কার জানাইয়াছে যে, কাশ্মীর প্রসঙ্গে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় সে রাজী নহে। পরন্তু পাকিস্তানের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কোনও মধ্যস্থতা ছাড়া কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইবে না।

এমত পরিস্থিতিতে কাশ্মীর সমস্যা হউক অথবা পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় হউক, ভারতকে তাহার 'ষ্ট্যাণ্ড' বদলাইবার জন্য এক প্রকার মানসিক চাপের মধ্যে ফেলিবার আয়োজন চলিতেছে। প্রকারান্তরে ইহাকে হুমকি বলা যায়। কাশ্মীর সীমান্তে পাক-হামলা অব্যাহত রহিয়াছে। কোনও প্রকারে ভারতের উপর পরমাণু অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার একটা অজুহাত খুঁজিবার চেষ্টা চলিতেছে। পাকিস্তানে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি স্থাপনে কোনও অসুবিধা হইবে না। ইহা ছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক চীন সফর যে উদ্দেশ্যেই হউক, ভারতকে সিটিবিটি সহি করার এবং কাশ্মীর বিষয় অবশ্যই ছিল। আর ছিল ভারত-পাক যুদ্ধ ঘটিলে চীনের ভূমিকা কী হইবে, তাহা জানার। ইতিবাচক সাড়া নিশ্চয়ই পাওয়া গিয়াছে। ওধারে দিয়েগো গার্সিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রস্তুত। বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে সামরিক চুক্তি হইতেছে; কোথাও বা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তৈয়ারী হইতেছে বলিয়া সংবাদ। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে পাকিস্তানের পরমাণু বিস্ফোরণকে সমর্থন জানাইয়াছেন। অথচ তৎপূর্বে ভারতে আসিয়া তিনি ভারতের পরমাণু বিস্ফোরণ যে জন্য ঘটান হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই।

দেশের ভিতরে অন্য ব্যবস্থা চলিতেছে। কোনও ভাবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ঘটান কাম্য। রাজনীতির টালমাটাল অবস্থায় মওকা লাভের সুযোগ অনেকেই খুঁজিতেছেন। জনৈক বিশিষ্ট, রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরমাণু বিস্ফোরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে খুনি আখ্যা দিয়াছেন। কেন্দ্রের বক্তব্য তিনি বহুপূর্বেই শুনিলেও সরকার যাহাতে সকলের আস্থা হারায়, কাশ্মীর ও সিটিবিটি লইয়া ঘরে-বাহিরে যাহাতে নাজেহাল হয় এবং অচিরেই ভোটলাভের পথ যাহাতে সুগম হয়, তাহারই এক অভিনব অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় বলিয়া অনেকের ধারণা।

দেশের ভিতরে 'স্ক্যাণ্ডালিং', দেশের বাহিরে কাশ্মীর, সিটিবিটি ও যুদ্ধের হুমকি কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে মোকাবিলা করিবেন, তাহাই দেখার।

জেলা অনুমোদিত সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয় একটি সপ্তাহিকে সিপিআই দলের বেশীরভাগ কর্মী তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন এবং দল বর্তমানে সাইন বোর্ড সর্বস্ব দলে পরিণত হয়েছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়, তার তীব্র বিরোধীতা করেন রেজা। তিনি বলেন, আজ লোকাল পরিষদের ষষ্ঠ সম্মেলনে মোট ১৩৬ জন সদস্যের মধ্যে ১১৭ জনই উপস্থিত। আগামী ১৯-২০ জুলাই দলের ষোড়শ জেলা সম্মেলনেও আশা করি উপস্থিতির হার এ রকমই হবে। জঙ্গীপুরে দলের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। গত ৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাত্র ১ জন গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়লাভ করে। এ বছর বাম-ফ্রন্টের আসন সমঝোতায় সামিল হয়ে আমাদের দল গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনটি আসন পেয়েছে। তার মধ্যে তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতে তাদের দল থেকে প্রধানও নির্বাচিত হয়েছে। ঐদিন অশোক সাহাকে সম্পাদক ও রথীন ব্যানার্জীকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৯ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়। যদিও আগামী অক্টোবর মাসের পর ঐ ২৯ জন থেকে রঘুনাথগঞ্জ-১ ও ২নং ব্লকে কাজের সুবিধার্থে দুটি পৃথক কমিটি গঠিত হবে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় দলীয় প্রতীক আসতে দেরী হওয়ায় হরি তেওয়ারী নমিনেশন জমা দেবার শেষ দিনে বহু সদস্যকে তৃণমূলের প্রতীক নেবার জন্য জোরজবরদস্তি করতে থাকেন বলে তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতের দলনেতা আবদুল রশিদ সভায় অভিযোগ জানান।

বহরমপুর কুমার হোষ্টেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হোষ্টেল সুপারিনটেণ্ডেন্টও এ ব্যাপারে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। পরে তমালের কিছু বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে গোপনে জানতে পারেন তাঁর ছেলে তমালের নামে চুরির মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হোষ্টেলের কিছু ছাত্র তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। পার্থ পাল নামে এক ছাত্র এর নেতৃত্ব দেয় বলে খবর। এক মুসলিম বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়াই নাকি তমালের অপরাধ। আনন্দবাবু আরও জানান—হোষ্টেল সুপারের নামে হাওড়া থেকে তমালের একটা চিঠি এসেছে। তাতে সে লিখেছে যে সে চুরি করেনি। তবে আনন্দবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ঐ চিঠিটি তাঁর ছেলে তমালের হস্তলিপি নয়। অন্য কেউ তার নাম দিয়ে লিখেছে। পুত্রের অন্তর্ধান রহস্য উদ্‌ঘাটনে আনন্দবাবু জেলা পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

ডি ওয়াই এফ আই-এর রক্তদান শিবির

রঘুনাথগঞ্জ: স্থানীয় সংগঠনের পক্ষে গত ৭ জুলাই মহকুমা হাসপাতালের আউটডোরে সারাদিনব্যাপী এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে শিবিরের সূচনা করেন শত্রুঘ্ন সরকার। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অসিত দাস, প্রাণবন্ধু মাল, সাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। শত্রুঘ্ন সরকার ও প্রাণবন্ধু মাল রক্তদানের সূচনা করার পর হাসপাতালের সর্বোচ্চ চাহিদা অনুযায়ী সর্বমোট চল্লিশ বোতল রক্ত দান করা হয়। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে শিবিরে উপস্থিত হ'ন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সচ্চিদানন্দ কাণ্ডারী, পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

বিড়ি শ্রমিকদের হাল হকিকৎ (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিড়ি যাঁদের মুখের ভাত তাঁরাও একথা জানেন না। জানেন না শ্রমিক হিসাবে তাঁরা কি পেতে পারেন আর কি কি ন্যায্য পাওনা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। অথচ মহকুমার অর্থনীতিতে বিড়ি শিল্পের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিদিন এই মহকুমায় বেসরকারী পরিসংখ্যায় প্রায় ২৫ লক্ষ সরকারী বিড়ি তৈরী হয়। সরকারী বিড়ি মানে এই সব বিড়ি বিভিন্ন কোম্পানীর ছাপ লাগিয়ে বাজারে বিক্রি হয় এবং এর জন্য সরকার ভালো পরিমাণ কর আদায় করে। এছাড়াও অনেক হাজার হাজার বিড়ি তৈরী হয় যা স্থানীয় বাজারে প্লাষ্টিকের প্যাকেটে বা কাঁচের বয়ামে করে বিক্রি হয়। মহকুমার রাজনীতিতে বিড়ি শিল্পের ভূমিকাও এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এখানকার সাংসদ এবং বিধায়কদের অনেকেরই পরিচিতি বিড়ি শ্রমিকদের নেতা হিসাবে। সরকারী স্তরে বিড়ি শ্রমিকদের হাল হকিকৎ দেখভালের জন্য মহকুমায় শ্রম দপ্তরের একজন পদস্থ আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি অফিসও রয়েছে। তবে তো বিড়ি শ্রমিকদের কোনো দুঃখকষ্ট থাকারই কথা নয়। বাস্তব অন্য কথা বলে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিড়ি উৎপাদক সংস্থা পতাকা বিড়িসহ আরও শতাধিক ছোটো বড়ো সংস্থা মহকুমার ছ'টি অর্থাৎ ফারাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতী-১, সুতী-২, রঘুনাথগঞ্জ-১, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কয়েক হাজার মানুষের জীবন ও জীবিকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত মালিকরা বিড়ি বাইণ্ডারদের শ্রমিক স্বীকৃতি দিতেন না। এখনও যে দেন তা নয়, তবে সুপ্রীমকোর্টের আদেশ বলে অনেক কষ্টে ঢোক গিলতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। এর পিছনে অবশ্য আইনের সমর্থনও ছিল। বিড়ি শিল্পের শ্রমিক সমস্যা নির্ধারিত হয় বিড়ি এবং সিগারেট শ্রমিক (কাজের শর্তাবলী) ১৯৬৬ আইনের। এই আইনের ৪৩ নং অনুচ্ছেদে যেসব কল্যাণমূলক দায়দায়িত্ব এবং ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তার কোনোটাই কার্যকরী হবে না যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর নিজের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সাহায্যে বিড়ি বাঁধেন এবং তিনি যদি বিড়ি কোম্পানীর কর্মী না হন। সে হিসাবে বিড়ি শিল্পের মেরুদণ্ড মুন্সী বা ঠিকাদাররা যাঁদের দিয়ে বিড়ি বাঁধাচ্ছেন তাঁরা আইনের আওতার বাইরে। এ বক্তব্য নানাভাবে বিভিন্ন জায়গায় বলে আসছেন বিড়ি মালিকরা। তাঁরা মুন্সীকে চেনেন যে পাতা তামাক কোম্পানী থেকে নিয়ে যায় এবং তৈরী বিড়ি কোম্পানীতে ফিরিয়ে দেয়। অথচ এই মালিকরাই বছরের পর বছর শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে দর কষাকষি করে আসছেন। মুন্সীদের কিন্তু সে বিষয়ে একবারও ডাকা হয় না। অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক রাজকুমার জৈন তার কমলা বিড়ি কোম্পানীর অফিসে বসে আমাদের প্রতিবেদককে বলেন আমরা আগে না মানলেও এখন বিড়ি রোলার বা বাইণ্ডারদের শ্রমিক হিসাবে মেনে নিয়েছি। এদিকে আসাম বিড়ি ফ্যাক্টরীর জঙ্গীপুর ইউনিটের প্রবীণ ম্যানেজার আশুতোষ চক্রবর্তীর মতে বিড়ি তৈরী হয় গ্রামের ঘরে ঘরে। সব সময়েই একই লোক একই কোম্পানীর বিড়ি বাঁধে না। আর কোম্পানীর পক্ষে কে কখন কার বিড়ি বাঁধছে তা জানা সম্ভব নয়। একাজ একমাত্র ঠিকাদার বা মুন্সী করতে পারে। সিটুর জেলা সম্পাদক তুষার দে'র মতে বিড়ি শ্রমিকদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করার দীর্ঘ দিনের মালিক পক্ষের নানা ছলচাতুরীর এটা একটা অংশ। মালিকরা শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দিয়ে দিন তবেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মালিকরা শ্রমিকদের লগবুক দিয়ে দিন, তবেই পি এফের হিসাব সহজে করা যাবে। কিন্তু তুষারবাবুর কথা যতই সহজ শোনাক না কেন বিড়ি এবং সিগারেট আইন মোতাবেক যে লগবুক এবং পরিচয়-পত্রের কথা বলা হয়েছে তা কেবল অবাস্তবই নয় হাসির উদ্রেক করে। লগবুকে কোম্পানীর নাম নেই। নেই মুন্সীর নাম বা সই করার জায়গা। আসলে বিড়ি শিল্পের অসংগঠিত চরিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অসম্পূর্ণ একটি আইনের নানা জানলা দরজা দিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার এবং পাওনার প্রশ্ন অমীমাংসিতভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। আইনের এই জানালা দরজার কথা বিড়ি মালিকরা এতটাই ভালো-ভাবে অবগত যে জনৈক শ্রমদপ্তরের কর্মীর আক্ষেপ—আইনের গলতি এতো বেশী যে ন্যূনতম মজুরী থেকে শুরু করে যে কোনো প্রশ্নের সমাধান করা যায় না। শ্রমিক সংগঠনগুলিও এই আইনের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত। পাঁচের দশক থেকে বিড়ি শ্রমিকদের নানা দাবীদাওয়া নিয়ে লড়াই করা প্রাক্তন সাংসদ লুৎফল হকের সহযোগী বেলাল হোসেন শ্রমিকদের বিভিন্ন বঞ্চনার প্রশ্নে যতটা সরব আইনের সংশোধনের দাবীতে ততটা সরব নন। আইন নিয়ে সিটুর তরফেও সে ধরনের তীব্র আন্দোলন অনুপস্থিত। কিন্তু সেই আইনের ফাঁক দিয়ে শিল্পের সংগঠিত অসংগঠিত চরিত্রের সুযোগে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী—যেমন প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, পেনশন প্রভৃতি পড়ে থাকে বিশ বাঁও জলে। বাস্তবের চোরা-বালিতে আইনী চক্করে খুরপাক খায় বিড়ি রোলারদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান। অথচ যাদের হাতের আড়াই প্যাঁচে রয়েছে বিশ্বজয়ের ক্ষমতা।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

মালিয়াডাঙ্গা হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মালিয়াডাঙ্গায় গত ২৩ জুন রাতে যে হত্যাকাণ্ড হয় তার প্রধান আসামী মজিবুল হক ২০ দিনের মাথায় গত ১৩ জুলাই গ্রেপ্তার হয়। তদন্তের স্বার্থে সাগরদীঘি পুলিশ সাতদিনের রিমাণ্ড চাইলে জঙ্গিপুর কোর্ট পাঁচদিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন। উল্লেখ্য, পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে ও খুনের আসামীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে গত ৬ জুলাই মোড়গ্রাম বাসষ্ট্যাণ্ডে ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয় কংগ্রেসীরা। সেখানে এসপির প্রতিনিধি এসে দশদিনের মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

নির্ব্বাচনে হেরে কংগ্রেসীদের হামলা

ধুলিয়ান : স্থানীয় সিপিএম লোকাল কমিটির সম্পাদক মহঃ আজাদ জানান গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আবদুল হামিদ সর্দার হেরে যাবার পর ক্ষিপ্ত হয়ে সিপিএমের উপর আক্রমণ চালায়। কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রতনপুর গ্রামে সিপিএমের পুশুরুদ্দিন সেখের পরিবারের উপর হামিদ হামলা চালায় ও ঘরবাড়ী ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে হামিদদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিপিএমের লোকাল কমিটি কংগ্রেসের এরূপ কাজের নিন্দা করে গত ২৯ জুন রতনপুরে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে।

দেহ ব্যবসা চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

সময় ফুলতলার রতন ঘোষের বাড়ীর পিছনের জঙ্গলে শুধু মেয়েটি ধরা পড়ে। তখন জানা যায় তার বাড়ী অরঙ্গাবাদ। অন্য অপরাধীরা সুযোগ বুঝে মেয়েটির কাছে গচ্ছিত ১৮০০ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গা ঢাকা দেয় বলে জানা যায়। মেয়েটিকে রাতে থানা হাজতে রেখে পরের দিন কোর্টে চালান করা হয়। ভবিষ্যতে যাতে গরীব নিরীহ মেয়েরা এই চক্রের খপ্পরে না পড়ে সে ব্যাপারে প্রশাসন সজাগ হোন এবং দুষ্ট চক্রের পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করুন—এই দাবী স্থানীয় মানুষের।

সব দপ্তরেই অচলাবস্থা (১ম পৃষ্ঠার পর)

ম্যাজিষ্ট্রেট এক সঙ্গে না থাকায় দপ্তর চালু রাখতে বহরমপুর থেকে সেসন জজের নির্দেশে একজন বিচারক দৈনিক আসা-যাওয়া করে প্রায় ২০ দিন কাজ চালান। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গিপুর কোর্টের ১৪৫ জন এ্যাডভোকেট রুজিরোজগারের তাগিদে তীর্থের কাকের মতো বিচারকদের অপেক্ষায় বসে থাকেন। অন্যদিকে মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন বিচারের আশায় এসে হয়রান হচ্ছেন। এ এক দুঃসহ পরিস্থিতি।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্ডার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

প্রতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

সততাই আমাদের মূলধন

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।